দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 01 FEB 1993 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ...

৫৩

ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ জাতীয় উন্নতির অন্তরায়

নাজমুল হুদা শামীম

পূর্ব প্রকাশিতের পর

অথচ এইচএসসি স্তরের পাঠ এবং এসএসসি স্তরের পাঠক্রমের তুলনায় প্রায় তিনগুণ।

এ ক্ষেত্রে এসএসসি পর্যায়ে যে পাঠ এখন দু'বছর ধরে পড়ানো হয় তার জন্য সর্বসাকুল্যে এক বছর হলেও অপর্যাপ্ত নয়। আর এইসএসসি পর্যায়ে সে ক্ষেত্রে কমপক্ষে দুই বছর ক্লাসে পাঠ গ্রহণের সুযোগ দেয়া উচিত।

আবার দেখা যাচ্ছে Suggesion করে পড়াশুনার প্রবণতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে; ছাত্রদের মনে এ ধারণা একেবারে বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, এ বছর এ অধ্যায় হতে পচ্চশন হয়েছে আগামী বছর আসবে না। ফলে, অসম্পূর্ণ অবস্থায় তারা পাঠ শেষ করে। প্রশ্নকর্তাদের উচিত সাজেশন করে পড়া এবং এ সম্পর্কিত তাদের অন্ধ ধারণার মুলৎপাটন করা এবং পূর্ববর্তী বছর হতে কমপক্ষে ২৫% প্রশ্ন পরবর্তী বছরেও অন্তর্ভুক্ত করা যাতে শিক্ষার্থীদের ভিতরে সমগ্র বই পড়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের যে বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হবে সে যেন পর আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় সবকিছু পর হাতের কাছে পায় এটা নিশ্চিত করতে হবে। কারণ হাতে-কলমে কিছু না করলে তা কোন প্রায়োগিক ফল আনতে পারে না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অধ্যয়নরত আমাদের দেশের ছেলেরা অনেক ভাল ফলাফল করছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষতা দেখাচ্ছে। এর একমাত্র কারণ তারা সেখানে সার্বিক সুযোগ পাচ্ছে। তারা শিক্ষার সাথে সবকিছু হাতের কাছেই পাচ্ছে বলেই তা সম্ভব হচ্ছে। তাই তো আমাদের দেশে অনেকেই বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী হয়ে ও প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার অভাবে বিজ্ঞানী হতে পারে না।

সেশন জট আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত ভীষণ দুর্বল করে তুলেছে। শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সার্বিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে সেশন জট দূর করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ কালক্ষেপণ না করে এখনই নেয়া উচিত।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে দু'টি ভিন্নমুখী খাতে প্রবাহিত করা হচ্ছে।

একটি সাধারণ শিক্ষা অপরটি মাদ্রাসা শিক্ষা। মাদ্রাসা শিক্ষায় শুধুমাত্র ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমেই ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। তাদেরকে যথার্থভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধুনিকতার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হচ্ছে না। তাদেরকে সাধারণ শিক্ষার মর্যাদায় বহুলাংশেই প্রতিষ্ঠিত করা হয় না। সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ধর্মীয় চেতনা থেকে বঞ্চিত রাখা হচ্ছে। প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর ক্ষেত্রেই তার নিজ ধর্মীয় শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা উচিত। এতে তারা নৈতিক শিক্ষা লাভ করতে পারবে। এতে তারা নৈতিক অবক্ষয়ের হাত থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখতে কিছুটা হলেও সচেষ্টা হবে।

আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন দরকার। দরকার সুষ্ঠু নীতিমালা প্রণয়ন এবং বাস্তব পরিকল্পনা গ্রহণের। কারণ বাস্তবমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ না করলে তা যেমন শিক্ষার্থীর জন্য কোন কল্যাণ বয়ে আনবে না তেমনি সমাজ এবং দেশের উন্নয়নও সাধিত হবে না। ছাত্ররা তাদের শিক্ষার ব্যবহারিক দিকটা রপ্ত করতে না পারলে হয়তো কর্মসংস্থানের অভাবে শেষ পর্যন্ত সন্ত্রাসকেই বেছে নেবে। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে সমাজের এক ঘৃণ্য চরিত্রে। তাই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার সংশোধন করা উচিত।